অধ্যায় ৫ : সন্দর্ভ নির্মাণের বিভিন্ন অঙ্গ নির্মাণ এবং গবেষণার ভাষা ও ভাষা বয়নের কৌশল-১

বিন্যাস ক্রম

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৫.২ পরিচিতি
৫.৩ গবেষণায় শিরোনামের গুরুত্ব
৫.৪ গবেষণায় তত্ত্বাবধায়কের প্রশংসাপত্র (SUPERVISOR'S CERTIFICATION)
৫.৫ গবেষকের ঘোষণা (RESEARCHER'S DECLARATION)
৫.৬ কৃতজ্ঞতা স্বীকার (ACKNOWLEDGEMENT)
৫.৭ সারাৎসার/আউটলাইন/সিনোপসিস
৫.৮ গবেষণা পত্রের সূচিপত্র (TABLE OF CONTENTS)
৫.৯ গবেষণাপত্রের ভূমিকা (INTRODUCTION)
৫.১০ গবেষণা পত্রের অধ্যায় উপস্থাপন
৫.১১ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৫.১২ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন
৫.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৫.১৩ অতিরিক্ত পঠন
৫.১৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়ে গবেষণার সাথে সম্পর্কিত সন্দর্ভ নির্মাণের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। একজন ভালো গবেষকের গবেষণার সময় বিভিন্ন দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। গবেষণার শুরুতেই গবেষককে বিষয় নির্ধারণ করতে হয় এবং একটি সুপরিকল্পিত শিরোনাম চয়ন করতে হয়। যার উপর ভিত্তি করেই সমগ্র গবেষণা দাঁড়িয়ে থাকবে। গবেষণাপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য প্রতিষ্ঠানে জমা দেওয়ার পূর্বে তার মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন- তত্ত্বাবধায়কের প্রশংসাপত্র, গবেষকের ডিক্লারেশন, কৃতজ্ঞতা স্বীকার, সূচিপত্র, ভূমিকা, অধ্যায় বিভাজন প্রভৃতি। এই অধ্যায়ে এই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই পাঠ পড়ে কীভাবে গবেষণাপত্রের পরিকল্পনা কী করতে হয় তা জানতে পারবে।

৫.২ পরিচিতি

গবেষণা সন্দর্ভ তৈরি করার সময় তার অঙ্গ নির্মাণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। বিদ্যায়তনিক গবেষণার কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। গবেষককে সে দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হয়। একটি ভালো গবেষণাপত্র প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে গবেষণার শিরোনাম চয়ন থেকে নির্ঘন্ট পর্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। যেকোনো গবেষণা আকর্ষণীয় হতে গেলে শিরোনামের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম তেমনি তত্বাবধায়কের তত্বাবধানের স্বীকৃতিসহ গবেষকের ঘোষণা থেকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। এই অধ্যায়ে এই বিষয়গুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.৩ গবেষণায় শিরোনামের গুরুত্ব

আমরা যখন একটি ভালো গবেষণা পত্রের সন্ধান করি তখন আকর্ষণীয় এবং বর্ণনামূলক শিরোনামগুলোই আমাদের আকর্ষণ করে। অন্যদিকে ভালো বিষয়বস্তু থাকা সত্বেও বর্ণনামূলক শিরোনাম নয় এমন প্রবন্ধ আমাদের তেমনটা আকর্ষণ করে না। এটি গবেষকের নিজস্ব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হতে পারে। গবেষণাপত্রের শিরোনাম গবেষণার মুখ্য পরিচায়ক। শিরোনাম দেখেই গবেষণার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে একজন পাঠক ধারণা করতে পারে। হেয়ারস্টন এবং কিনের মতে, একটি ভালো শিরোনাম তৈরির অর্থ হল গবেষণার শিরোনাম চারটি লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা তা নিশ্চিত করা। প্রথমত, শিরোনাম দেখে পাঠক যেন সহজেই গবেষণার ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। দ্বিতীয়ত, শিরোনামটি এমন হতে হবে, যা পাঠকের কৌতূহল সৃষ্টি করবে। তৃতীয়ত, লেখার ধরণ ও গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা শিরোনামের মাধ্যমে প্রতিফলিত হওয়া উচিত। চতুর্থ এবং পরিশেষে, গুরুত্বপূর্ণ কীওয়ার্ড ব্যবহার করা– যা অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় গবেষণাপত্রকে সহজে খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। গবেষণায় শিরোনাম লেখার সময়, এই চারটি মানদণ্ডকে নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। শিরোনামে অপ্রয়োজনীয় শব্দের ব্যবহার এড়িয়ে যেতে হবে। এমন একটি শিরোনাম চয়ন করা উচিৎ যা বিশেষজ্ঞ নয় এমন ব্যক্তির কাছেও বোধগম্য হয়। 'শিরোনাম' বর্ণনামূলক, সরাসরি, নির্ভুল, উপযুক্ত, আকর্ষণীয়, সংক্ষিপ্ত, সুনির্দিষ্ট, অনন্য হওয়া উচিত এবং বিভ্রান্তিকর হওয়া উচিত নয়। শিরোনাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা এবং প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করতে হবে যাতে কাজের মূল বিষয়বস্তুকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে । এটি বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়া উচিত এবং পাঠক কী আশা করতে পারেন তার একটি পূর্বরূপ প্রদান করা উচিত।

গবেষণায় শিরোনামের উদ্দেশ্য:

১। একটি ভালো শিরোনাম গবেষণার মূল উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং ক্ষেত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়।
২। গবেষণার শিরোনাম আকর্ষণীয় হলে পাঠক ও গবেষকরা গবেষণার প্রতি আগ্রহী হন।

৩। একটি সঠিক ও প্রাসঙ্গিক শিরোনাম গবেষণার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়।

৪। শিরোনামের মাধ্যমে গবেষণার ক্ষেত্র, পদ্ধতি এবং ফলাফল সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যায়।

৫। শিরোনাম থেকে বোঝা যায় গবেষণাটি কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

৬। এটি পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে গবেষণার কাঠামোকে নির্দেশ করে।

৭। একটি সুসংগঠিত শিরোনাম গবেষণা নিবন্ধকে প্রাসঙ্গিক পাঠক ও গবেষকদের কাছে সহজে পৌঁছে দেয়।

৮। নির্ভুল ও যথাযথ শিরোনাম গবেষণার মান এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

৯। এটি গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা ও ভবিষ্যৎ গবেষণার সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

ভালো শিরোনামের বৈশিষ্ট্য:

- সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট– অপ্রয়োজনীয় শব্দ বাদ দিয়ে সহজবোধ্য হওয়া উচিত।
- প্রাসঙ্গিক ও যথার্থ– গবেষণার মূল বিষয় ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা উচিত।
- আকর্ষণীয় ও পাঠযোগ্য– যাতে গবেষক ও সাধারণ পাঠক উভয়ের কাছে আগ্রহী হয়।
- মূল গবেষণা প্রশ্নের প্রতিফলন– শিরোনামের মাধ্যমে গবেষণা সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৫.৪ গবেষণায় তত্ত্বাবধায়কের প্রশংসাপত্র (Supervisor's Certification)

গবেষণা পত্র বা থিসিসে তত্ত্বাবধায়কের প্রশংসাপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি তত্ত্বাবধায়ক বা গবেষণা উপদেষ্টার অনুমোদনসূচক একটি বিবৃতি, যেখানে তিনি নিশ্চিত করেন যে গবেষণাটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং একাডেমিক মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়কের প্রশংসাপত্রের গুরুত্ব:

- গবেষণার গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে– এটি প্রমাণ করে যে গবেষণা কাজটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড মেনে সম্পন্ন হয়েছে।
- একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করে– শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গবেষণা জমা দেওয়ার জন্য এটি বাধ্যতামূলক হতে পারে।
- গবেষকের যোগ্যতা প্রতিফলিত করে– প্রশংসাপত্রে গবেষকের কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষতার স্বীকৃতি থাকে।
- ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য সহায়ক হয়– এটি গবেষকের পেশাদারী ও একাডেমিক অগ্রগতিতে সহায়ক হতে পারে।

তত্ত্বাবধায়কের প্রশংসাপত্রের কাঠামো:

শিরোনাম: 'তত্ত্বাবধায়কের প্রশংসাপত্র'

আনুষ্ঠানিক বিবৃতি: এই অংশে গবেষকের নাম ও গবেষণার শিরোনাম উল্লেখ করা হয়। গবেষণার মান, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে মূল্যায়ন করা হয় এবং গবেষক নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করেছেন কিনা তা নিশ্চিত করা হয়।

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর ও পদবী: তত্ত্বাবধায়কের নাম, পদবি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম ও তারিখ উল্লেখ করা হয়।

তত্ত্বাবধায়কের প্রশংসাপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, (গবেষকের নাম) কর্তৃক (গবেষণার শিরোনাম) শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। গবেষক নির্ধারিত নিয়ম ও গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে যথাযথভাবে গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। গবেষণাটি একাডেমিক মানদণ্ড বজায় রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি। আমি গবেষণাটি জমা দেওয়ার অনুমোদন দিচ্ছি।

স্বাক্ষর:
(তত্ত্বাবধায়কের নাম)
(পদবি ও বিভাগ)
(শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম)
(তারিখ)

৫.৫ গবেষকের ঘোষণা (Researcher's Declaration)

গবেষণা পত্র বা থিসিসে গবেষকের ঘোষণা (Declaration by the Researcher) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতে গবেষক নিশ্চিত করেন যে গবেষণাটি তার নিজস্ব মৌলিক কাজ এবং এটি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পূর্বে জমা দেওয়া হয়নি। এটি গবেষণার স্বচ্ছতা, সততা ও নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটায়।

গবেষকের ঘোষণার গুরুত্ব:

- প্রথমত এটি গবেষণার মৌলিকতা নিশ্চিত করে। গবেষক ঘোষণা করেন যে তার গবেষণা মৌলিক এবং কোন ধরনের কুম্ভীলকবৃত্তি (Plagiarism) অবলম্বন করা হয়নি।
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তার নিজস্ব একটি নিয়ম থাকতে পারে। গবেষক এখানে ঘোষণা করেন যে তিনি প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ নীতিমালা অনুসরণ করেছেন এবং গবেষণা সংক্রান্ত একাডেমিক ও নৈতিক নিয়মনীতি মেনে এই গবেষণাপত্রটি তৈরি করা হয়েছে।
- এটি একটি আনুষ্ঠানিক দলিল যা গবেষণার স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে।

- ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং গবেষণার গ্রহণযোগ্যতা ও প্রামাণ্যতা বৃদ্ধির জন্য এটি অপরিহার্য।

গবেষকের ঘোষণার কাঠামো:

১. শিরোনাম: 'গবেষকের ঘোষণা'

২. আনুষ্ঠানিক বিবৃতি: এই অংশে গবেষক তার নাম, গবেষণার শিরোনাম ও গবেষণা সম্পন্ন করার তারিখ উল্লেখ করেন। গবেষণাটি যে তার নিজস্ব কাজ এবং এতে অন্য কোন গবেষকের কাজ অননুমোদিতভাবে ব্যবহৃত হয়নি এটি নিশ্চিত করেন এবং গবেষণা সংক্রান্ত কোনো নৈতিকতা বা শৃঙ্খলা লঙ্ঘিত হয়নি তা ঘোষণা করেন।

৩. গবেষকের স্বাক্ষর ও তারিখ: গবেষকের পূর্ণ নাম, পদবি (যদি থাকে) ও স্বাক্ষর উল্লেখ করা হয়।

নিচে একটি গবেষণার ফরম্যাট দেওয়া হল-

গবেষকের ঘোষণাঃ

আমি (গবেষকের নাম), এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "(গবেষণার শিরোনাম)" শীর্ষক গবেষণাটি আমার নিজস্ব কাজ। এটি আমার তত্ত্বাবধায়কের দিকনির্দেশনায় সম্পন্ন হয়েছে এবং একাডেমিক ও গবেষণা নীতিমালা অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে।

এই গবেষণাটি পূর্বে অন্য কোন ডিগ্রি, ডিপ্লোমা বা একাডেমিক স্বীকৃতির জন্য জমা দেওয়া হয়নি। গবেষণায় ব্যবহৃত সমস্ত তথ্য ও উপাত্ত যথাযথ উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং যথাসম্ভব যথার্থতা বজায় রাখা হয়েছে।

আমি নিশ্চিত করছি যে এই গবেষণার কোন অংশ অন্য কোন উৎস থেকে অননুমোদিতভাবে কপি করা হয়নি এবং এতে কোনো ধরনের গবেষণা অনৈতিকতা নেই।

স্বাক্ষর:
(গবেষকের নাম)
(পদবি, যদি থাকে)
(শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম)
(তারিখ)

৫.৬ কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)

গবেষণা পত্রে কৃতজ্ঞতা স্বীকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে গবেষক তার গবেষণা সম্পন্ন করতে যাদের সহায়তা ও সহযোগিতা পেয়েছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এটি আনুষ্ঠানিকতা বজায় রেখে বিনয়ী ও সম্মানজনকভাবে লেখা উচিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারের গুরুত্ব:

এই অংশে সহায়তাকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। গবেষণা চলাকালীন সময়ে অনেকের কাছ থেকেই সহায়তা গ্রহণ করতে হয় এখানে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একাডেমিক ও পেশাদারী শিষ্টাচার বজায় রাখার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাপ্ত সহায়তা ও দিকনির্দেশনার স্বীকৃতি দিলে গবেষণা আরও স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য হয়। কৃতজ্ঞতা স্বীকার গবেষণার আনুষ্ঠানিক অংশ হলেও এটি গবেষণার পেছনে থাকা সকল সহযোগী ও অনুপ্রেরণাদাতাদের প্রতি সম্মান জানানোর মাধ্যম। তাই এটি সংক্ষিপ্ত, বিনয়ী ও আন্তরিক হওয়া উচিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারে সাধারণত যাঁদের ধন্যবাদ জানানো হয়:

তত্ত্বাবধায়ক ও উপদেষ্টা– গবেষণা পরিচালনায় তত্ত্বাবধায়ক বা অধ্যাপকের অবদানের স্বীকৃতি।

শিক্ষক ও গবেষণা কমিটি– গবেষণার অনুমোদন ও দিকনির্দেশনার জন্য।

সহপাঠী ও গবেষণা সহযোগী– তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ বা পরামর্শের জন্য।

পরিবার ও বন্ধুবান্ধব– মানসিক ও আর্থিক সহায়তার জন্য।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা– গবেষণার জন্য উপাত্ত বা আর্থিক অনুদান প্রদানকারী সংস্থাগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারের কাঠামো:

১. ভূমিকা: ভূমিকা অংশে বিনয়ের সঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন শুরু করা হয় এবং গবেষণা সম্পন্ন করার অনুভূতি প্রকাশ করা হয়।

২. প্রধান সহায়তাকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা: তত্ত্বাবধায়ক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এই অংশে থাকে। শিক্ষক, সহপাঠী, গবেষণা সহযোগী ও তথ্য সংগ্রহে সহায়তাকারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী গবেষণার আর্থিক বা কারিগরি সহায়তা প্রদানকারীদের স্বীকৃতি জানানো হয়।

৩. ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা: পরিবার, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

সর্বপ্রথম মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, যিনি আমাকে এই গবেষণা সম্পন্ন করার শক্তি ও সামর্থ্য দিয়েছেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক [তত্ত্বাবধায়কের নাম

ও পদবি]-এর প্রতি, যাঁর দিকনির্দেশনা, পরামর্শ ও সহানুভূতি ছাড়া এই গবেষণা সম্ভব হতো না। এছাড়া, [বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম]-এর সকল শিক্ষক ও গবেষণা কমিটির সদস্যদের প্রতিও কৃতজ্ঞ, যাঁরা গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও সহায়তা দিয়েছেন। আমি আমার সহপাঠী ও গবেষণা সহযোগীদের ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করে [সহপাঠীদের নাম, যদি প্রয়োজন হয়], যাঁরা গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে সাহায্য করেছেন। পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, বিশেষ করে আমার বাবা-মা, যাঁদের অনুপ্রেরণা ও ভালোবাসা আমাকে গবেষণা সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছে। পরিশেষে, যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁদের সবাইকে আমার অন্তরের গভীর থেকে ধন্যবাদ জানাই।

[গবেষকের নাম]

[বিভাগ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম]

[তারিখ]

৫.৭ সারাৎসার/আউটলাইন/সিনোপসিস

গবেষণার সারাংশ (Abstract), আউটলাইন (Outline), বা সিনোপসিস (Synopsis) হল গবেষণার সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ উপস্থাপনা। এটি গবেষণার মূল উদ্দেশ্য, ব্যাকগ্রাউন্ড, গবেষণার ক্ষেত্র, ব্যবহৃত পদ্ধতি, প্রধান ফলাফল এবং উপসংহার সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দেয়।

সারাংশ / সিনোপসিসের গুরুত্ব:

এই অংশে গবেষণার মূল সারমর্মকে তুলে ধরা হয় এবং গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। সারাংশ পড়ে পাঠকের আগ্রহ তৈরি হতে পারে এবং তার কাছে গবেষণার মূল বক্তব্য ও ফলাফল সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি হতে পারে। গবেষণা প্রস্তাবনার (Proposal) অংশ সিনোপসিস গবেষণা শুরু করার আগে অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হয়। এটি প্রকাশনা ও স্বীকৃতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা পত্র, থিসিস বা প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্রে সারাংশ অপরিহার্য। গবেষণার সারাংশ বা সিনোপসিস সংক্ষেপে গবেষণার মূল দিকগুলো তুলে ধরে এবং গবেষণার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। এটি গবেষণা শুরু করার অনুমোদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং গবেষণা পত্র বা থিসিসের প্রধান উপাদানগুলোর মধ্যে একটি।

সিনোপসিসের কাঠামো:

১. **শিরোনাম (Title):** গবেষণার সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত শিরোনাম উল্লেখ করতে হবে।

২. **ভূমিকা (Introduction):** এখানে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয় এবং গবেষণার উদ্দেশ্য বা সমস্যা নির্ধারণ করা হয়।

৩. **গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study):** গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ও গবেষণা প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়। উদাহরণ: 'এই গবেষণার লক্ষ্য হলো...'

৪. **গবেষণার গুরুত্ব (Significance of the Study):** এই পর্যায়ে গবেষণার সামাজিক, একাডেমিক বা প্রয়োগিক গুরুত্ব কী, তা ব্যাখ্যা করা হয়। উদাহরণ: 'এই গবেষণার ফলাফল নীতিনির্ধারণে সহায়ক হবে...'

৫. **গবেষণা পদ্ধতি (Methodology):** গবেষণার ধরন (গুণগত বা পরিমাণগত), তথ্য সংগ্রহের কৌশল (সাক্ষাৎকার, জরিপ, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ) উল্লেখ করা হয়। উদাহরণ: 'এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকার ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে...'

৬. **প্রধান ফলাফল (Expected Findings or Results):** গবেষণার সম্ভাব্য ফলাফল বা পূর্ববর্তী গবেষণা থেকে প্রাপ্ত অনুমান। উদাহরণ: 'গবেষণার ফলাফল থেকে ধারণা করা যায় যে...'

৭. **উপসংহার (Conclusion):** সংক্ষেপে গবেষণার সারমর্ম ও ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। উদাহরণ: 'গবেষণার ফলাফল ভবিষ্যতে আরও উন্নত গবেষণার পথ তৈরি করবে...'

৮. **সূত্র ও রেফারেন্স (References):** গবেষণায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ বই, প্রবন্ধ ও অন্যান্য উৎস তালিকাভুক্ত করা হয়।

নিচে একটি গবেষণার সিনোপসিস উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হল-

শিরোনাম:

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা সাহিত্য: বিকাশ, বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব

ভূমিকা: ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং মণিপুরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে। এই অঞ্চলের বাংলা সাহিত্য মূলধারার বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। গবেষণাটি উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্যের বিকাশ, বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

- উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিকাশের পর্যালোচনা করা।

- স্থানীয় সাহিত্যিকদের অবদান ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণ করা।
- এই অঞ্চলের বাংলা সাহিত্য ও মূলধারার বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ।
- স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক বাস্তবতার উপর বাংলা সাহিত্যের প্রভাব অনুধাবন করা।
- সাহিত্যকর্মে জাতীয়তাবাদ, অঞ্চলবাদ এবং পরিচয়বাদের প্রতিফলন পর্যবেক্ষণ করা।

গবেষণা পদ্ধতি: গবেষণাটি মূলত গুণগত (qualitative) পদ্ধতিতে করা হবে। নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণাপত্রটি প্রস্তুত করা হবে—

গ্রন্থ পর্যালোচনা: উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত বই, প্রবন্ধ ও গবেষণাপত্র বিশ্লেষণ।

সাক্ষাৎকার: স্থানীয় লেখক, সাহিত্যিক ও গবেষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

মূলপাঠ বিশ্লেষণ: নির্বাচিত সাহিত্যকর্মের পাঠ বিশ্লেষণ করে তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা।

ক্ষেত্রসমীক্ষা: গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে অসম, ত্রিপুরা ও অন্যান্য বাংলা সাহিত্যচর্চিত অঞ্চল নির্বাচন করা।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

- উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্যচর্চার অনন্য বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হবে।
- স্থানীয় সাহিত্যধারার প্রভাব ও বিকাশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।
- মূলধারার বাংলা সাহিত্যের সাথে এই অঞ্চলের সাহিত্যিক বিনিময়ের মাত্রা ও পরিসর স্পষ্ট হবে।
- বাংলা সাহিত্য গবেষণায় নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হবে।

উপসংহার: এই গবেষণা উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করবে এবং তার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তুলে ধরবে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও গভীরতর গবেষণার পথ তৈরি করতে এটি সহায়ক হবে।

সম্ভাব্য গ্রন্থপঞ্জি:

ভূঁইয়া, হরিপ্রসাদ (সম্পা.), অসমে বাংলা সাহিত্য চর্চা, গৌহাটি: ভিকি পাবলিকেশন।

সেন, সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

স্থানীয় সাহিত্যিকদের নির্বাচিত গ্রন্থ ও গবেষণা প্রবন্ধ।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। সিনোপসিসের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৫.৮ গবেষণা পত্রের সূচিপত্র (Table of Contents)

গবেষণা পত্রের সূচিপত্র গবেষণার কাঠামো উপস্থাপন করে। এটি পাঠকদের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে, যেখানে গবেষণার প্রতিটি অধ্যায় ও উপ-অধ্যায়ের শিরোনাম এবং সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হয়। একটি সুসংগঠিত সূচিপত্র গবেষণা পত্রের পাঠযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। এটি গবেষণার প্রতিটি অংশ সম্পর্কে দ্রুত ধারণা দিতে সাহায্য করে এবং গবেষণার কাঠামো ঠিক রাখতে সহায়তা করে।

সূচিপত্র তৈরির গুরুত্ব:

- গবেষণার বিন্যাস সুস্পষ্ট করে।
- সংগঠিতভাবে উপস্থাপন নিশ্চিত করে এবং গবেষণার বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।
- পাঠকের জন্য সহায়ক– গবেষণার কাঠামো সম্পর্কে দ্রুত ধারণা পাওয়া যায়।

গবেষণা পত্রের সাধারণ সূচিপত্রের কাঠামো

১. প্রারম্ভিক অংশ

শিরোনাম পৃষ্ঠা

অনুমোদনপত্র (তত্ত্বাবধায়কের অনুমোদন)

গবেষকের ঘোষণা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সারসংক্ষেপ / সংক্ষিপ্তসার (Abstract)

সূচিপত্র

২. মূল গবেষণা অধ্যায়সমূহ

অধ্যায় ১: ভূমিকা (Introduction)

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব
১.৪ গবেষণার সীমানা ও সীমাবদ্ধতা
১.৫ গবেষণার কাঠামো

অধ্যায় ২: সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)
২.১ পূর্ববর্তী গবেষণা পর্যালোচনা
২.২ গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি
২.৩ গবেষণার ফ্রেমওয়ার্ক

অধ্যায় ৩: গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)
৩.১ গবেষণার ধরন (গুণগত বা পরিমাণগত)
৩.২ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি
৩.৩ গবেষণার নমুনা নির্বাচন
৩.৪ তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি

অধ্যায় ৪: গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণ (Findings & Analysis)
৪.১ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত প্রধান তথ্য
৪.২ ফলাফলের বিশ্লেষণ
৪.৩ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

অধ্যায় ৫: উপসংহার ও সুপারিশ (Conclusion & Recommendations)
৫.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ
৫.২ গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ
৫.৩ ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা

৩. পরিশিষ্ট অংশ
পরিশিষ্ট / সংযোজন (Appendices)
সূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি (References/Bibliography)

উদাহরণ: গবেষণা পত্রের সূচিপত্র
সূচিপত্র
□ প্রারম্ভিক অংশ

অনুমোদনপত্র i
গবেষকের ঘোষণা ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii
সারসংক্ষেপ (Abstract) iv
সূচিপত্র v

□ অধ্যায় ১: ভূমিকা
১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ১
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ৩
১.৩ গবেষণার গুরুত্ব ৪
১.৪ গবেষণার সীমানা ও সীমাবদ্ধতা ৫
১.৫ গবেষণার কাঠামো ৬

□ অধ্যায় ২: সাহিত্য পর্যালোচনা
২.১ পূর্ববর্তী গবেষণার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ৮
২.২ গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি ৯
২.৩ গবেষণার ফ্রেমওয়ার্ক ১২

□ অধ্যায় ৩: গবেষণা পদ্ধতি
৩.১ গবেষণার ধরন ১৫
৩.২ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ১৬
৩.৩ নমুনা নির্বাচন ১৭
৩.৪ তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ২০

□ অধ্যায় ৪: গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণ
৪.১ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত প্রধান তথ্য ২২
৪.২ ফলাফলের বিশ্লেষণ ২৪
৪.৩ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ২৭

□ অধ্যায় ৫: উপসংহার ও সুপারিশ
৫.১ গবেষণার সারসংক্ষেপ ৩০
৫.৩ গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ.. ৩২
৫.৩ ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা ৩৪

পরিশিষ্ট

ক. পরিশিষ্ট ৩৬
খ. গ্রন্থপঞ্জি ৩৮

৫.৯ গবেষণাপত্রের ভূমিকা (Introduction)

গবেষণা পত্রের ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা গবেষণার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও কাঠামো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়। এটি গবেষণা পত্রের প্রথম অধ্যায় এবং গবেষণার মূল বিষয়বস্তুর সাথে পাঠককে সংযুক্ত করে। ভূমিকা গবেষণার প্রেক্ষাপট তুলে ধরে এবং গবেষণার বিষয় কেন গুরুত্বপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা করে। ভুমিকা অংশ পাঠকের গবেষণাপত্রটি সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করে। গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয় এবং গবেষণার কাঠামো নির্দেশ করে অর্থাৎ গবেষণা কীভাবে সংগঠিত হবে, তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়। ভূমিকা গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা গবেষণার উদ্দেশ্য ও কাঠামোকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। এটি গবেষণার একটি সুসংগঠিত রূপরেখা তৈরি করে, যা গবেষণার সার্বিক গুণগত মান বৃদ্ধি করে।

ভূমিকার কাঠামো:

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট (Background of the Study): গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা এবং পূর্ববর্তী গবেষণা থেকে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

২. গবেষণার সমস্যা নির্ধারণ (Statement of the Problem): গবেষণা কী সমস্যা সমাধানের জন্য পরিচালিত হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করা এবং সমস্যাটি কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং কীভাবে এটি বিদ্যমান জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে তা ব্যাখ্যা করা।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study): গবেষণার প্রধান ও গৌণ উদ্দেশ্য উল্লেখ করা। উদাহরণ: 'এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হলো...'। 'এই গবেষণার মাধ্যমে আমরা বিশ্লেষণ করবো...'।

৪. গবেষণার গুরুত্ব (Significance of the Study): গবেষণার সামাজিক, একাডেমিক, অর্থনৈতিক বা প্রযুক্তিগত গুরুত্ব ব্যাখ্যা এবং গবেষণা কাদের জন্য উপকারী হবে তা উল্লেখ করা।

৫. গবেষণার সীমানা ও সীমাবদ্ধতা (Scope and Limitations): গবেষণার কাভারেজ (ভৌগোলিক অঞ্চল, জনসংখ্যা, সময়কাল) নির্ধারণ এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা, যেমন– সময়, তথ্যপ্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।

৬. গবেষণার কাঠামো (Structure of the Research): গবেষণার প্রতিটি অধ্যায় কীভাবে বিন্যস্ত হবে তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

উদাহরণ:

গবেষণা পত্রের ভূমিকা

ভূমিকা:

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ ক্ষেত্র, যেখানে বাংলা সাহিত্য সময়ের প্রবাহে বিকশিত হয়েছে ভিন্নতর স্বাদ ও বৈচিত্র্যে। এই অঞ্চলের সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছে স্থানীয় সংস্কৃতি, ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারা। গবেষণাটি এই অঞ্চলের বাংলা সাহিত্যের বিকাশ, বৈশিষ্ট্য এবং এর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করবে।

গবেষণার সমস্যা নির্ধারণ:

১. উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য মূলধারার বাংলা সাহিত্যের তুলনায় কীভাবে পৃথক?

২. এই অঞ্চলের সাহিত্য কী ধরনের ভাষাগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বহন করে?

৩. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা সাহিত্য কীভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটায়?

৪. আধুনিক সাহিত্যচর্চায় এই অঞ্চলের সাহিত্যিকদের অবদান কতটুকু?

গবেষণার উদ্দেশ্য:

- উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও বিকাশ বিশ্লেষণ করা।
- সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ও শৈলী চিহ্নিত করা।
- অঞ্চলটির ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রভাব অনুধাবন করা।
- স্থানীয় লেখকদের অবদান ও তাঁদের সাহিত্যকর্ম মূল্যায়ন করা।
- এই সাহিত্যধারার ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা।

গবেষণার গুরুত্ব:

এই গবেষণা উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্যকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নের সুযোগ করে দেবে। এটি বাংলা সাহিত্যের বহুমাত্রিক রূপ উন্মোচন করবে এবং সাহিত্যিক ইতিহাসে অঞ্চলটির অবদান তুলে ধরবে। গবেষণার ফলাফল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গবেষকদের জন্য দিকনির্দেশক ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণার সীমানা ও সীমাবদ্ধতা:

গবেষণার মূল লক্ষ্য উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য; ফলে অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্য এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহ প্রধানত প্রকাশিত সাহিত্যকর্ম ও বিদ্যমান গবেষণার উপর নির্ভরশীল।

সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ সীমিত পরিসরে সম্ভব হতে পারে।

গবেষণার সময়সীমার কারণে সাম্প্রতিক সাহিত্যকর্মের গভীর বিশ্লেষণ সীমিত হতে পারে।

গবেষণার কাঠামো:

এই গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা, তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণা পদ্ধতি, চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে উপসংহার ও সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা– গবেষণার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য ও গাইডলাইন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা

তৃতীয় অধ্যায়: গবেষণা পদ্ধতি

চতুর্থ অধ্যায়: গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণ

- উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
- সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ও শৈলী – ভাষাগত বৈচিত্র্য, বিষয়বস্তু ও সাহিত্যরীতি।
- সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব – স্থানীয় সংস্কৃতি ও জনগোষ্ঠীর প্রভাব।
- আধুনিক সাহিত্যচর্চা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্যিকদের অবদান

পঞ্চম অধ্যায়: উপসংহার– গবেষণার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা, সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা।

উপসংহার:

গবেষণাটি উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক বিকাশ, বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের ওপর আলোকপাত করেছে। এই অঞ্চলের সাহিত্য শুধু বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি নয়, বরং বহুজাতিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা গড়ে তুলেছে। ভবিষ্যতে এ নিয়ে আরও গবেষণা হলে এই সাহিত্যের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা আরও স্পষ্ট হবে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। গবেষণা পত্রের ভূমিকা নির্মান বিষয়ে লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৫.১০ গবেষণা পত্রের অধ্যায় উপস্থাপন

একটি গবেষণা পত্র সাধারণত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত থাকে, যেখানে প্রতিটি অধ্যায় গবেষণার ভিন্ন ভিন্ন দিক উপস্থাপন করে। অধ্যায়গুলো যৌক্তিক বিন্যাসে সাজানো হয় যাতে গবেষণার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং পাঠক সহজেই তথ্যগুলো বুঝতে পারে। প্রতিটি অধ্যায় যেন সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যসমৃদ্ধ হয়। অধ্যায়গুলোর ভেতরে স্পষ্ট শিরোনাম ও উপশিরোনাম দেওয়া উচিত। প্রতিটি অধ্যায় যেন সুসংগঠিত ও ধারাবাহিক হয়। গবেষণা ফলাফলের ব্যাখ্যা গ্রাফ, চার্ট বা টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে পাঠকের জন্য তা সহজবোধ্য হয়। গবেষণা পত্রের অধ্যায় উপস্থাপনার মাধ্যমে গবেষণার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায় এবং পাঠকের জন্য তথ্য বোঝা সহজ হয়। সঠিকভাবে অধ্যায় বিন্যাস করলে গবেষণা পত্রের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। গবেষণার ক্ষেত্রভেদে অধ্যায় সংখ্যা ও কাঠামো কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে, তবে সাধারণত গবেষণাপত্র নিম্নলিখিত অধ্যায়সমূহ নিয়ে গঠিত হয়—

অধ্যায় ১: ভূমিকা (Introduction)

- গবেষণার প্রেক্ষাপট
- গবেষণার সমস্যা নির্ধারণ
- গবেষণার উদ্দেশ্য
- গবেষণার গুরুত্ব
- গবেষণার সীমানা ও সীমাবদ্ধতা
- গবেষণার কাঠামো

অধ্যায় ২: সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

- পূর্ববর্তী গবেষণার পর্যালোচনা
- গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি
- গবেষণার মডেল বা ফ্রেমওয়ার্ক

অধ্যায় ৩: গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

- গবেষণার ধরন (গুণগত বা পরিমাণগত)
- তথ্য সংগ্রহের কৌশল (প্রাথমিক ও গৌণ তথ্য)
- নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি
- তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল

অধ্যায় ৪: গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণ (Findings and Analysis)
গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন
তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ
পরিসংখ্যান ও গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনা (যদি প্রয়োজন হয়)

অধ্যায় ৫: উপসংহার ও সুপারিশ (Conclusion and Recommendations)
গবেষণার সারসংক্ষেপ
গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ
গবেষণার সীমাবদ্ধতা
ভবিষ্যৎ গবেষণার সুযোগ

পরিশিষ্ট (Appendices) ও গ্রন্থপঞ্জি (References/Bibliography)

জেনে রাখা ভালোকুম্ভীলকবৃত্তি (Plagiarism)

কুম্ভীলকবৃত্তি (Plagiarism)

কোনো উৎস নির্দেশ স্বীকার না করে অন্যের লেখাকে হুবহু নিজের বলে চালিয়ে দেওয়াকে কুম্ভীলকবৃত্তি বা Plagiarism বলে।

- **সারণি বা তালিকা**

গবেষণা প্রবন্ধ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সারণি বা তালিকা একটি অপরিহার্য বিষয়। সমালোচনামূলক প্রবন্ধে সারণি বা তালিকা তেমন একটা দেখা না গেলেও সরাসরি গবেষণা প্রবন্ধে এটি উল্লেখযোগ্য অংশ। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই তালিকা প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তা মূলত নির্ভর করে গবেষণার ফলাফলের উপর। তালিকার উদ্দেশ্য হল সংখ্যাকে নিয়মের মাধ্যমে এবং সুশৃঙখল ভাবে উপস্থাপন করা। প্রায় সব ধরনের তালিকার একটি গাঠনিক চিত্র অর্থাৎ Stuctural Figure আছে। সংখ্যা বা উপাত্ত এই গাঠনিক চিত্রের মাধ্যমেই উপস্থাপন করা হয়। তালিকার একটি শিরোনাম দিতে হয়। তালিকার সংখ্যা গুলি কোন চলের (Variable) সাথে সম্পর্ক নির্দেশ করছে এবং তার ফলাফল কী হয়েছে সেটির উপর নির্ভর করে তালিকার শিরোনাম তৈরি করা হয়। গবেষণা পত্র প্রস্তুতির শুরুতেই গবেষককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে গবেষণায় তালিকা ব্যবহার করা হবে কিনা। যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তালিকায় দু'ভাবে তথ্য বসানো যেতে পারে - আনুভূমিক ভাবে (Horizontal Way) কিংবা উল্লম্ব ভাবে (Vertical Way)। যতটা

সহজ এবং সরলভাবে তার প্রয়োগ করা হবে ততোই বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তালিকা প্রস্তুতির সময় রেখা টানা বা ছক আকার বিষয়টির উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমানে ভালো ও সুন্দর তালিকা প্রস্তুত করতে সাধারণত উল্লম্বভাবে রেখা টানা হয় না। তাছাড়া তালিকার উপরে যে শিরোনাম ব্যবহার হবে তা স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত হতে হবে। অনে সময় সূত্র দেওয়ার জন্য তালিকায় ফুটনোট ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এব্রিভিয়েশনের ব্যাখ্যা ফুটনোটে দেওয়া হয়ে থাকে। তালিকার শিরোনামটি প্রায় সময়ই বোল্ড দেওয়া হয়, প্রয়োজনে ইটালিক ব্যবহার করা হয়।

৫.১১ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায় থেকে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারি-

- গবেষণায় শিরোনামের গুরুত্ব এবং তা লেখার কৌশল।
- তত্ত্বাবধায়কের প্রশংসাপত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।
- গবেষকের কাজের ধরণ ও সুশৃঙ্খলভাবে গবেষণাপত্র তৈরি করা।
- সিনোপসিস কী করে তৈরি করতে হয়।
- সূচিপত্র, ভূমিকা, অধ্যায় বিভাজন করার কৌশল ও নিয়মাবলি।

✓ ৫.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১ নং প্রশ্নের উত্তর: গবেষণাপত্রে সারাৎসার বা সিনোপসিস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণা শুরু করার সময় সারাৎসার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রস্তুত করতে হয়। এটি একটি নিদিষ্ট কাঠামোর মধ্যে দিয়ে তৈরি করতে হয়।... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে তুলুন। (এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে এই অধ্যায়ের ৫.৭ অংশে)

২ নং প্রশ্নের উত্তর: গবেষণাপত্রে ভূমিকা.... পাঠকের গবেষণা পত্রটি সম্পর্কে... এভাবে লিখুন। (এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে এই অধ্যায়ের ৫.9 অংশে)

৫.১৩ অতিরিক্ত পঠন

- ইসলাম, শেখ মকবুল (২০১২); গবেষণার পদ্ধতিবিজ্ঞান সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
- ইসলাম ফখরুল, রাসুল মোহাম্মদ ইপ্তেখার সুলতানা নাসরিন এবং দাস সম্পা(২০১৭); থিসিস গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা : কালিকলম প্রকাশনা সংস্থা

- চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস(২০০৫); সামাজিক গবেষণা : পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া; কলকাতা: আরামবাগ বুক হাউস
- পাল, দেবাশিস (২০১৯); গবেষণা পদ্ধতি ও রাশিবিজ্ঞানের কৌশল; কলকাতা: রীতি বুক এজেন্সী
- পাল শ্রাবণী ও দাস বেলা (সম্পা) (২০১১) গবেষণা তত্ত্বতালাশ; কলকাতা: পারুল প্রকাশনী
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরভি (২০২০); গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং
- মুখোপাধ্যায়, জগমোহন (২০২০); গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স
- সাইফুদ্দীন, কাজী (২০২১); গবেষণা পদ্ধতি; ঢাকা : আবীর পাবলিকেশন্স
- সেন, দীপক (২০২২); সাহিত্য-গবেষণা; গুয়াহাটি : বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি সমাজ

⑦ ৫.১৪ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। গবেষণাপত্রে শিরোনামের গুরুত্ব কতটুকু, সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। আউটলাইন বা সিনোপ্সিস কী করে প্রস্তুত করতে হয় এই বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

৩। গবেষণাপত্রে সূচিপত্রের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৪। গবেষণাপত্রে ভূমিকা অংশের গুরুত্ব কী, তা বুঝিয়ে দিন।

৫। গবেষণাপত্রে অধ্যায় উপস্থাপনা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা করুন।

*** *** ***